কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃ ... ... কলাম ... ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ হাল কেন?

জাকির হোসেন তমাল ▷

> রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদ একটি বিরাট সমস্যা। মৌলবাদী ছাত্রসংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য এ দেশের মানুষ দেখেছে। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনোই চায় না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকুক। এ কারণেই তারা এখানে খুনের রাজনীতি নিয়ে এসেছে, যার সর্বশেষ শিকার ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শুধু ক্লাসে পড়ানো হয় না। ক্লাসের বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। সাংস্কৃতিক নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার সুযোগ পান

বয়সের দিক থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এক হাজার ২৩০ জন শিক্ষক ও দুই হাজার ৭৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম চলে সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত। শিক্ষা কার্যক্রম ৫টা পর্যন্ত চললেও ২টার পর ক্যাম্পাসে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ক্লাস চলে নামে মাত্র। অনেক বিভাগে সিনিয়র শিক্ষক এবং ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা শিক্ষকরা সকাল ১০টা থেকে ১টার মধ্যে ক্লাস নেন। আবার অনেক শিক্ষক ১টার পর চলে যান শেয়ার মার্কেটে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য। ২টার পর শিক্ষকদের এক গ্লাস পানি দেওয়ার জন্যও কোনো কর্মচারী পাওয়া যায় না। একজন শিক্ষক রসিকতা করে বলেছিলেন, ২টার পর যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। ২টার পর মৃত্যু হলে ক্যাম্পাসে কাউকে পাওয়া যাবে না। পরের দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

২টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন এবং বিভাগগুলোয় তালা দেওয়া থাকলেও অনেক বিভাগে ক্লাস হয়, পরীক্ষা চলে। ল্যাব-ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে থাকতে হয় অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে। এতে করে ওই সময় ক্লাস করতে আসা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পড়তে হয় নানা সমস্যায়। চরম অসুবিধা হয় ছাত্রীদের। তাদের কমনরুম বন্ধ হয়ে যায় ২টায়। ফলে তাদের বাধ্য হয়ে ছাত্রদের বাথরুম ব্যবহার করতে হয়। ছেলে বন্ধুকে পাহারায় রেখে অনেক সময় তাদের বাথরুমে যেতে হয়। এ এক চরম অমানবিক লজ্জাকর পরিস্থিতি। রাজশাহীর বাইরে থেকে সাবেক শিক্ষার্থীরা সনদপত্র নিতে এসে চরম ভোগান্তির শিকার হন। ২টায় অফিস বন্ধ। ফলে কোনো কাজই হয় না।

গত ১০ এপ্রিল সকাল ১১টায় একটি কাজে অর্থ ও হিসাব দপ্তর শাখায় গিয়ে দেখা গেল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার জন্য গিয়েছেন। এটা তাঁর প্রতিদিনের রুটিন! অন্য সবার অবস্থা প্রায় একই রকম। কখনো সন্তানকে স্কুলে আনা-নেওয়া করা, কখনো ব্যক্তিগত কাজে শহরে যাওয়া ইত্যাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিত্যদিনের রুটিন। হল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হলে পাওয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। হলে যেতে তাঁরা একদম পছন্দ করেন না। হলের লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রায় সময় লাইব্রেরি বন্ধ থাকে। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় বইপত্র ও পত্রিকার অভাব তো রয়েছেই। হল প্রাধ্যক্ষের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলে। এমনকি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ঘেঁষে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চলে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। শুধু দেশের দ্বিতীয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি চলে ২টা পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বহুবার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সিন্ডিকেটে একের পর এক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো কাগজেই থেকেছে। সবশেষ ২০১৩ সালের ৪৬০তম সিন্ডিকেট সভায় ৯টা-৫টা পর্যন্ত অফিস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সিদ্ধান্তটি ফাইলে রয়েছে, বাস্তবায়ন হয়নি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে।

যদিও বিষয়টি মানবিক। কিন্তু অফিসের কী হবে? এ কারণেই কিছুসংখ্যক শিক্ষক নাকি ৯টা-৫টা অফিস করার চরম বিরোধী।

১৯৯৭ সালের পর ১৯ বছর কেটে গেল। সরকার এলো, গেল। উপাচার্য বদল হলো। নতুন উপাচার্য এলো, গেল। গণনিয়োগ হলো। নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠল। বর্তমানে এসি, টাইলস সংস্কৃতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দপ্তরগুলো ঝকঝক করছে।

সবাই চান বিশ্ববিদ্যালয়টি বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলুক। কিন্তু কেন তা চলে না। কিংবা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা কেন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন না, তা বোঝা মুশকিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মো. শহীদুল্লাহ মনে করেন, ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে পারলে ক্লাসের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। সেশনজট কমে আসবে বলেও তিনি মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ গতিশীল করার জন্য সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিস করার পক্ষে তিনি মত দেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদকও ৯টা-৫টা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতির নেতাদের অনেকেরই এ বিষয়ে পজিটিভ মত রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. নুরুল ইসলাম ভুট্টো বলেন, 'এটা করলে ভালো হয়। তবে আমরা দীর্ঘদিন ধরে যেটাতে অভ্যস্ত আছি সেটাতে থাকাই ভালো।' তিনি পরিবর্তনের বিপক্ষে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ৯টা-৫টা অফিস করার সিদ্ধান্তটি দ্রুত বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু লোকাল ট্রেনের থেকেও তা ধীরে চলছে। অনেকে বলছেন চলছে না থেমে আছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদ একটি বিরাট সমস্যা। মৌলবাদী ছাত্রসংগঠনগুলোর দৌরাত্ম্য এ দেশের মানুষ দেখেছে। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনোই চায় না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকুক। এ কারণেই তারা এখানে খুনের রাজনীতি নিয়ে এসেছে, যার সর্বশেষ শিকার ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শুধু ক্লাসে পড়ানো হয় না। ক্লাসের বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা অনেক জ্ঞান অর্জন করেন। সাংস্কৃতিক নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার সুযোগ পান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সুযোগ খুব কমই থাকে। নতুন নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একটি কাজ। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকুক এটা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি কখনোই চায় না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শিক্ষকসমাজ বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম অঙ্গীকার। সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির এজেন্ডাই বাস্তবায়ন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অতীতের প্রশাসন মৌলবাদীদের এজেন্ডাই প্রকারান্তরে বাস্তবায়ন করছে কি?

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম ৯টা-৫টা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কারণ তারা চায়নি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হোক। তারা বিশ্ববিদ্যালয়টি মাদ্রাসায় পরিণত করেছিল। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন কেন জামায়াত-বিএনপির এজেন্ডা মেনে চলছে? উত্তরবঙ্গের মানুষের কল্যাণের জন্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক ও রাজশাহীর সিভিল সোসাইটির সদস্যরা মনে করেন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলুক এবং ক্লাস পরীক্ষা চলুক সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি অফিসের সঙ্গে মিলিয়ে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন করে কর্মঘণ্টা ঠিক রাখার পক্ষে তাঁদের অভিমত রয়েছে।

লেখক : সাংবাদিক
tomal.ru91@gmail.com